বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন ২০০৯ (খসড়া)

১৩/০৭/২০০৯ তারিখের প্রস্তাবিত সংশোধনীর সংশোধনী

সংযোজনী-১

ক্রমিক	ধারা	প্রস্তাবিত সংশোধনী	মন্তব্য
০১	২ (ক)	২(জ) হবে এবং "এবং যিনি ১৯৭২ ... যোগ্য ছিলেন না।" শব্দগুলো বাদ দিতে হবে।	ধারা ২-এর উপশিরোনামা সংজ্ঞার পরিবর্তে ব্যাখ্যা বাঞ্ছনীয়। ২ (ক)-এর 'বিদেশী'র অর্থে শব্দগুলো বাহুল্যমাত্র যা পরিত্যাজ্য।
০২	২ (চ)	২ (ঝ) হবে এবং নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবে, "ব্যক্তি" অর্থ মানুষ (Natural Person), কিন্তু নিবন্ধিত হউক বা না হউক মানুষের কোন কোম্পানী বা সংঘ বা সমিতি অন্তর্গত হইবে না।"	ব্যক্তির আইনগত ব্যাখ্যা দেয়া হলো।
০৩	২ ধারা	২ ধারায় আরও কিছু ব্যাখ্যা দেয়া হলো। (সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য)	আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে ব্যাখ্যাসমূহের প্রয়োজন রয়েছে।
০৪	৩ এর সাব-হেডিং	"নাগরিকত্বের সূচনা বা আরম্ভ" শব্দসমূহের পরিবর্তে "জন্ম সূত্রে নাগরিকত্ব" প্রতিস্থাপিত হবে।	ধারা ৩ ও ৪-এ জন্ম সূত্রে নাগরিকত্বের যে বিধান দেয়া হয়েছে তা আইনগতভাবে ভুল এবং অসংগতিপূর্ণ।
০৫	৩ ধারা	ধারা ৩ প্রতিস্থাপিত হবে। (সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য)	২০০৯ সালে যুক্তরাজ্যে বা অন্যকোন দেশে বসবাসরত একজন ব্যক্তি বাংলাদেশের "স্থায়ী বাসিন্দা" হতে পারে না। স্থায়ী বসবাসকারী [ধারা ৩ (১)], স্থায়ী বাসিন্দা [ধারা ৩ (২)], স্থায়ী নিবাস [ধারা ৭ (গ)] ধারণাগুলো বিনা ব্যাখ্যায় ব্যবহার করা ঠিক হয়নি।
০৬	৪ ধারা	ধার ৪ বাদ দিতে হবে।	১৯৫১ সালের নাগরিকত্ব আইনের ২২ (১)-এ প্রদত্ত জন্মস্থানের ব্যাখ্যাকে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য ৪ (১)-এ বিধান দেয়া হয়েছে। ফলে, জন্মস্থানের ব্যাখ্যা আইনে স্থান পায়নি, যা নাগরিকত্ব নির্ধারণে খুবই জরুরী। উপরোক্ত আইনের ২২ (২) পিতৃত্বের ব্যাখ্যাও বাদ দেয়া হয়েছে। এখন যখন মাতৃত্বের মাধ্যমে নাগরিকত্ব নির্ধারণ নীতিগত মেনে নেয়া হয়েছে, তখন মাতৃত্বের ব্যাখ্যাও থাকা প্রয়োজন।
০৭	আরা ০৫ উত্তরাধিকারসূত্রে	ধারা ৪ বংশসূত্রে নাগরিকত্ব হিসেবে প্রতিস্থাপিত হবে। (সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য)	Descent-এর বাংলা উত্তরাধিকার শব্দটি নাগরিকত্ব আইনে যথাযথ হয় না।

	নাগরিকত্ব		
০৮	দ্বৈত নাগরিকত্ব ৬	ধারা ৬ বাদ দিতে হবে।	১। খসড়া বিল অনুযায়ী বাংলাদেশে বা বিদেশে জন্মগ্রহণকারী যিনিই বাংলাদেশী নাগরিকত্ব লাভের যোগ্যতা অর্জন করবেন, তিনিই নাগরিকত্ব পাবেন। ২। নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করা না হলে বা নাগরিকত্বের অবসান না ঘটিলে, নাগরিকত্ব বহাল থাকবে। এটাই আন্তর্জাতিক আইনের বিধান। এজন্য, নাগরিকত্ব আইনে 'বহালের' বিধান রাখার প্রয়োজন নেই। ৩। যেহেতু জন্মসূত্রে বাংলাদেশীরা (Bangladeshi diaspora) সমগ্র পৃথিবীতে এখন ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে শুধুমাত্র ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশীদের নাগরিকত্বের সুযোগ দেয়া হলে, তা হবে অন্যদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের জন্য চরম বৈষম্যমূলক। ৪। এ-বিষয়ে নতুন সংযোজিত ধারা ২(৪) দেখা যেতে পারে।
০৯	ধারা ৭ নিবন্ধনসূত্রে নাগরিকত্ব	ধারা ৫ হিসেবে প্রতিস্থাপিত হবে। (সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য)	
১০	ধারা ৮	ধারা ৬ হিসেবে প্রতিস্থাপিত হবে। (সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য)	
১১	ধারা ৯	ধারা ৭ হিসেবে প্রতিস্থাপিত হবে। (সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য)	এখানে বাংলাদেশী নাগরিকের spouse-এর অধিকারের বিধান দেয়াই যথেষ্ট।
১২	ধারা ১৩ ধারা ৮ হবে		নাগরিকত্ব অর্জনের ধারা ক্রমান্বয়ে সাজানো প্রয়োজন।
১৩	নতুন ধারা সংযোজন হবে	নতুন ধার ৯ "স্থায়ী নিবাসের সনদ" যোগ হবে। (সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য)	এই ধারায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দেয়া হয়েছে। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সরকারের হাতে সনদ প্রদানের এই ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।
১৪	ধারা ১০ হতে ১২ এবং ১৪ হতে ২২	ক্রমান্বয়ে ধারা ১০ হতে ২১ হবে।	(সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য)

বঃ দ্রঃ বাংলা ভাষায় নানা প্রতিশব্দের বৈচিত্রময় অবস্থান থাকায়, বাংলায় আইন লেখার সময় ব্যাখ্যা ছাড়া কোন শব্দ আইনে ব্যবহার করা হতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।